সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

4.5. সার্জেন্ট রিপোর্ট (Sargent Report)

4.5.1. পটভূমি (Background)

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা (Central Advisory Board of Education) 1943 খ্রিস্টাব্দে **স্যার জন সার্জেন্ট *(Sir John Sargent)***-কে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা অবস্থার পর্যালোচনা এবং ওই সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। তখন ভারতের শিক্ষা উপদেষ্টা (Educational Advisor) ছিলেন স্যার জন সার্জেন্ট। 1944 খ্রিস্টাব্দে কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টটি সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। আসলে এই রিপোর্টটি যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন রিপোর্ট (Post war educational development in

Scanned with CamScanner

India) নামে বিশেষভাবে পরিচিত। ভারতে এতকাল শিক্ষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষার উপদেষ্টা সংস্থা (CABE) যে সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, মোটামুটি সার্জেন্ট রিপোর্ট হল সেই সব সিদ্ধান্তগুলিরই সর্বসম্মত সংহত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল, অন্তত 40 বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষার মানের সঙ্গে সমানভাবে রূপ দেওয়া। এই রিপোর্টে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরও নানা ধরনের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমেই আসি প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে।

4.5.2. সার্জেন্ট রিপোর্টের সুপারিশসমূহ (Recommendations of Sargent Report)

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিটি প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার (Basic Education) বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং খের কমিটির সুপারিশগুলি বিবেচনা করেন। বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বাস্তবায়িত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলি হল—

1. প্রস্তাব এই মর্মে গ্রহণ করা হয় যে 3 থেকে 6 বছরের শিশুদের জন্য পৃথক নার্সারি স্কুল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গেও নার্সারি বিভাগ রাখতে হবে। শিক্ষা হবে অবৈতনিক। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। শিক্ষা দেবেন শিক্ষয়িত্রীরা এবং এই স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাভাবিক উপায়ে সামাজিক আচরণ বিধি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।
2. এই কমিটি 6 থেকে 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার (Free & compulsory Education) সুপারিশ করেন। এই শিক্ষাস্তর দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হবে:

   (a) ছয় থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রদের নিম্ন বুনিয়াদি (Junior Basic) এবং (b) এগারো থেকে চোদ্দো বছর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য হবে উচ্চ বুনিয়াদি (Senior-Basic) শিক্ষা। (c) সার্জেন্ট কমিটি কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিকতার নীতিটি গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এ-রকম যে-কোনো স্তরের শিক্ষা, বিশেষভাবে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা আপন ব্যয়ভার মিটিয়ে নেবে, এই ব্যবস্থা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

এ ছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, শিক্ষয়িত্রীদের দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা প্রভৃতির উপর কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।

Scanned with CamScanner

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ—

1. মাধ্যমিক শিক্ষার কাল হবে ছ-বছর। এই মাধ্যমিক স্তরে ভরতি হতে হলে ছাত্রের বয়স অবশ্যই 11 বছর হওয়া উচিত।
2. মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করা যাবে।
3. উচ্চবিদ্যালয়গুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হবে—(a) অ্যাকাডেমিক (Academic) এবং (b) টেকনিকাল। অ্যাকাডেমিক—কলা ও বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা দেবে এবং টেকনিকাল স্কুলগুলি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা দান করবে। এই দুই শ্রেণির পৃথক পৃথক পাঠ্যসূচি থাকবে।
4. মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শিক্ষার পর যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজে আপন যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

1. উপযুক্ত মান সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয় ভরতির জন্য নির্বাচন করতে হবে।
2. দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের যেন আর্থিক সংকটে লেখাপড়া বন্ধ না হয় তার চেষ্টা করতে হবে।
3. ইন্টারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলকেই দিতে হবে। দু-বছরের মধ্যে এক বছর স্কুলে ও অন্য বছরটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স কলেজে চলবে।
4. গবেষণামূলক উচ্চস্তরের শিক্ষা থাকবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে।
5. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক অবশ্যই হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ।
6. অধ্যাপকদের চাকরির শর্ত হবে উদার ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন।
7. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মান ও কর্মধারাকে সামঞ্জস্য করার জন্য ব্রিটেনের University Grants Committee-এর মতো একটি সংস্থা গঠন করতে হবে।

কারিগরি, বাণিজ্যিক ও কলাবিদ্যা সম্পর্কিত সুপারিশ

1. উড-অ্যাবট রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে কারিগরি ও শিল্পবাণিজ্য শিক্ষাস্তরে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার কারিগরি কলেজেই এরূপ গবেষণাধর্মী কোর্স চালু করতে হবে।
2. হায়ার টেকনিকাল স্কুলের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে ফোরম্যান, চার্জম্যান, ও অন্যান্য অফিসারেরা পড়াশোনা করে বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করবেন।
3. ছ-বছরের কোর্সযুক্ত টেকনিকাল স্কুল থাকবে। নিম্ন বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করবে।

Scanned with CamScanner

4. নিম্ন-কারিগরি বা ট্রেড স্কুল থাকবে। এখানেও দু-বছরের কোর্স চালু রাখতে হবে। বুনিয়াদি স্তরের শিক্ষার পর এখানে ছাত্রদের ভরতি করা চলবে।

বয়স্ক শিক্ষা

নিরক্ষর ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ এই শিক্ষার আওতায় আসবে। পঁচিশ বা তার কম সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক একটা শ্রেণি গঠন করতে হবে। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য গ্রামোফোন, রেডিয়ো, টিভি, চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে এবং এর পরিচালনার সমস্ত খরচ বহন করবেন সরকার। 10 থেকে 40 বছর বয়স্ক মানুষ এখানে শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

শিক্ষকশিক্ষণ

এই কমিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। প্রাক্-বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 30 জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক এবং উচ্চ বুনিয়াদিতে 20 জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল। এই সব শিক্ষকদের শিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলার ভার সরকারের। তাই কমিটি সুপারিশ করল—

(a) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষণ (Teachers Training) বিভাগ চালু করতে হবে।

(b) নতুন নতুন শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

এ ছাড়া স্নাতক নন এমন সব শিক্ষকদের জন্য তিন ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Teaching Institution) স্থাপন করতে হবে। যেমন—

(c) প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (Pre-primary) শিক্ষক

(d) বুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক

(e) হাইস্কুলে শিক্ষণরত স্নাতক নন এমন সব শিক্ষক।

শিক্ষণকালে শিক্ষকদের সব খরচই বহন করতে হবে সরকারকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রিফ্রেসার কোর্সও চালু করা প্রস্তাব দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

কমিটি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনভিত্তিক সুপারিশ করেন। বলা হয় যে, শিক্ষারম্ভের প্রথমেই শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে হবে। বুনিয়াদি বা হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স শেষ করার সময় তিনবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা জরুরি। এসব মেডিকেল রিপোর্ট শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক পরিচয় লিপির (CRC) অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়া সরকারিভাবে স্থাস্থ্য বিধি পালন শিক্ষাও রোগমুক্তির জন্য ক্লিনিক খোলার সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা (Education of the Handicapped)

এই রিপোর্টে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। মূক ও বধিরদের (*Deaf & Dumb*) জন্য এবং মানসিক, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি দায়িত্বে পরিচালনার

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষিত প্রতিবন্ধীরা যাতে উপযুক্ত চাকরি পায় তার জন্যও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং এর জন্য কমিটি এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরো (Employment Bureau) স্থাপনেরও সুপারিশ করেন।

সামাজিক ও প্রমোদমূলক কার্যক্রম

দেশের যুবকেরা যাতে সুস্থভাবে অবসর বিনোদন ও সমাজে কল্যাণকর কাজে লিপ্ত হতে পারে তার জন্য কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করেন—

1. 10 বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েরা যাতে লোকনৃত্য, ড্রিল, খেলাধুলা, চিত্রাঙ্কন, ক্লাব পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে অবসর সময় কাটাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
2. আরও একটু বয়স বাড়লে ছেলেমেয়েরা যাতে সমাজের নানা গঠনমূলক কাজকর্ম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি চর্চা, নাটক চর্চা প্রভৃতির সাহায্যে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশাসন-সংক্রান্ত সুপারিশ

1. কেন্দ্রে থাকবে একটি শক্তিশালী শিক্ষাবিভাগ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টার ক্ষমতা অনেক বেশি সম্প্রসারিত করতে হবে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে (All India Basis) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষা সংগঠিত হবে।
2. বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া অন্য সব প্রতিষ্ঠান জনশিক্ষা অধিকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রয়োজন হলে প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও দিতে পারেন।
3. শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে একটা প্রশাসনিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগসূত্র থাকবে।
4. শিক্ষার প্রতি জনগণকে আকর্ষণ করার জন্য স্কুল কমিটি, স্কুল বোর্ড ও স্কুল পরিদর্শকরা সাধারণ মানুষ সহ সরকারের সহযোগিতা করবেন।
5. শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশাসনিক উচ্চপদে All India Education Service-এর কৃতী ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

মূল্যায়ন

ধর্মশিক্ষা, পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র বাছাইয়ের নীতি প্রভৃতি কারণে কমিটির সুপারিশটি যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিল। 8 বছরের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ও কত অর্থের প্রয়োজন তারও হিসাব করা হয়েছে। কেবল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 200 কোটি দরকার হবে বলে কমিটি সুপারিশ করেছিল। এ ছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বাছাইয়ের নীতি সমালোচনার অন্যতম কারণ। আর একটা ব্যাপারে প্রায় 40টি বছর লাগবে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশকে কার্যকর করে তুলতে। বলা হয়েছে, "...That a period of not less than 40 yrs. would be required for working out the plan did not appear likely to be accepted

Scanned with CamScanner